মতো সমান অধিকার ভোগ করার ...

F জাতীয় উন্নয়নে সাহায্য করা : স... নারীজাতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ পিতৃতান্ত্রিক ... গৃহ-হিংসা মেয়েদের ওপরে বেশি দেখা যায়। নারীজাতির ওপর দীর্ঘদিন অত্যাচার হলে নারীজাতির উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে গৃহ-হিংসা প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। নারীজাতির উন্নয়ন না হলে সামগ্রিক দেশ তথা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

6.2 গৃহ-হিংসা প্রতিরোধ আইন, 2005 (Domestic Violence Protection Act, 2005)

সূচনা :

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে দীর্ঘ সময় ধরে নারীরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে। বিশেষত পারিবারিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে পুরুষের দ্বারা বারংবার লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছেন তথা গৃহ-হিংসার শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতার পরে নারীদের প্রতি নির্যাতন রোধে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সুরক্ষার জন্য এক নতুন আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা যায়। ফলে তৈরি হয় পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন (Domestic Violance Act)।

নারীরা এতদিন বিভিন্ন কারণে, যেমন—খোরপোশের অর্থ, সন্তানের হেফাজত, অত্যাচার নিবারণ, সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার জন্যে ক্ষতিপূরণ, উচ্ছেদ প্রতিরোধ, এ সমস্ত কিছুর জন্যেই পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করত যাতে সময় ও অর্থ, দুই-ই দীর্ঘায়িত হত। এই সমস্ত অভিযোগ একটিমাত্র অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ পরিবারে মহিলাদের ওপর অনবরত চলা হিংসা বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার এক নতুন আইন প্রণয়ন করেন যা 'The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005' নামে খ্যাত। এই আইনটি 'মহিলা সুরক্ষা আইন-2005' নামেও পরিচিত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইনটি 2006 খ্রিস্টাব্দের 26 অক্টোবর কার্যকর হয়। এই আইনের দ্বারা সমস্যার দ্রুত প্রতিকারের দিকে লক্ষ রাখা হয়।

মহিলা সুরক্ষা আইন, 2005-এর বিচার্য বিষয় :

1. এটি একটি দেওয়ানি আইন। 2. এই আইন পরিবারের মা, মেয়ে, স্ত্রী, বোন সকল মহিলাদের ওপর সংঘটিত সহিংসতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে।

মহিলা সুরক্ষা আইন-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :

মহিলা সুরক্ষা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

① এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে পরিবারের মহিলাদের ওপর দৈহিক, মানসিক, আর্থিক এবং যৌন হিংসার অপরাধ।

② বিবাহের সময় পণ এবং সম্পত্তি দাবি করার অপরাধ এই আইনের অন্তর্ভুক্ত।

③ গৃহে মহিলাদের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করা, স্ত্রী এবং সন্তানের খরচের জন্য পয়সা না দেওয়া, তাদের থেকে টাকা-পয়সা অথবা সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি আর্থিক হিংসামূলক অপরাধ এই আইনের আওতাভুক্ত।

④ এই আইনে পুলিশকে কার্যবাহী থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

⑤ এই আইন কার্যকরী করতে সব জেলাতে সুরক্ষা আধিকারিক নিযুক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও রাজ্যের 'মহিলা বাল বিকাশ পরিযোজনা' আধিকারিকদের প্রোটেকশন অফিসার নিযুক্ত করা।

⑥ পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছেন এমন নারী প্রোটেকশন অফিসারের নিকট নালিশ জানাতে পারবেন।

⑦ নালিশ জানানোর 3 দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শুনানির দিন ঠিক করা ও 60 দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করার কথা বলা হয়েছে।

⑧ এই আইনের বলে প্রোটেকশন অফিসার নিজ দায়িত্বে নির্যাতিতার দেখাশুনা এবং সব রকম সহযোগিতা করবেন। এর পাশাপাশি আর্থিক তদারকি করবেন।

এই আইনে সমগ্র বিষয়টি পাঁচটি অধ্যায়ে এবং 37টি ধারায় আলোচিত হয়েছে। 2005 সালের 13 সেপ্টেম্বর এই আইনটি প্রবর্তন করা হয়। 26 অক্টোবর, 2006 সালে আইনটি কার্যকরী হয়। এই আইনের Act No. 43 of 2005-গুলি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচিত হল—

প্রথম অধ্যায়—প্রারম্ভিক (Preliminary) :

- **1নং ধারা : সংক্ষিপ্ত, শিরোনাম এবং সূচনা :** প্রারম্ভিক পর্বে মহিলা সুরক্ষা আইনের শিরোনাম এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত করা হয়েছে। এই আইনের শিরোনামটি হল—'The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005'। এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সারা ভারতে সম্প্রসারিত হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আলাদা একটি আইন রয়েছে, সেটি হল—'Jammu and Kashmir Protection of Women from Domestic Violence Act, 2010.'
- **2নং ধারা : সংজ্ঞা :** এই ধারাতে মহিলা সুরক্ষা আইন, 2005-এর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। যতক্ষণ না এই আইনটি বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী

হয় ততক্ষণ এই আইন কার্যকর থাকবে। এই আইনের বেশকিছু বিষয় উল্লেখ করা হল—

① 'অবমানিত ব্যক্তি বা নিগৃহীত ব্যক্তি' (Aggrieved Person) বলতে সেই সমস্ত মহিলাদের বোঝানো হয়েছে যারা পারিবারিক সম্পর্কে, পরিবারের অন্যান্য পুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, অপমানিত হয়েছেন বলে অভিযোগ দায়ের করেন।

② 'শিশু' (Child) বলতে 18 বছর বয়সের কম শিশুদের বোঝানো হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে দত্তক নেওয়া, বৈমাত্রিক ও পালিত সন্তানও এর আওতাধীন।

③ 'ক্ষতিপূরণমূলক আদেশ' (Compensation Order) 22 নং ধারার নিয়মানুসারে যেসব আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। পারিবারিক হিংসার কারণে কোনো মহিলার শারীরিক ক্ষতি হলে, কোনো মানসিক আঘাত লাগলে বা আবেগজনিত কারণে ক্ষতি হলে ম্যাজিস্ট্রেট নির্যাতনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিষয়ে আদেশের ওপর অতিরিক্তভাবেও ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দিতে পারেন।

④ 'তত্ত্বাবধানের আদেশ' (Custody Order) বলতে বোঝানো হয়েছে 21 নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ।

⑤ 'পারিবারিক নির্যাতন রিপোর্ট' (Domestic Incedent Report) অনুযায়ী কোনো মহিলা যদি পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তাহলে এই আইন অনুযায়ী তিনি কী ধরনের পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হবে। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বয়ানে এবং নির্দিষ্টভাবে এই বিবরণ তৈরি করতে হয়। একে বলা হয় পারিবারিক নির্যাতন রিপোর্ট।

⑥ 'পারিবারিক সম্পর্ক' (Domestic Relationship) বলতে বোঝায় দুজন ব্যক্তি একই বাড়িতে একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এই সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে বা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে বা পারিবারিক রক্তের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

⑦ 'পারিবারিক নির্যাতন' (Domestic Violence) হল 3 নং ধারার যে সংজ্ঞা বা অর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে।

⑧ 'যৌতুক' (Dowry) অর্থে 1961 খ্রিস্টাব্দের আইনে 2 নং ধারার যে সংজ্ঞা বা অর্থ প্রতিপন্ন হয়।

⑨ 'ম্যাজিস্ট্রেট' (Magistrate) অর্থে বোঝায় প্রথম শ্রেণিভুক্ত বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট যারা 1973 খ্রিস্টাব্দের ফৌজদারি বিধি অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পাদনের অধিকারী। তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত

ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে বসবাস করেন অথবা যেখানে পারিবারিক হেনস্থা হয়েছে।

⑩ 'চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা' (Medical Facilities) হল রাজ্য সরকার যে সুযোগ- সুবিধাগুলি এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে স্থির করেন।

⑪ 'আর্থিক সুবিধা প্রদান' (Monetary Relief) হল এই আইনের ধারা অনুসারে অত্যাচারিত ব্যক্তি যে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর পরিসমাপ্তির আগে যে-কোনো সময় ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে, সেই পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ বিধান করেন।

⑫ 'বিজ্ঞপ্তি' (Notification) হল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিজ্ঞাপিত হবে।

⑬ 'নির্ধারিত' হল এই আইনের অধীনস্থ নিয়মাবলির দ্বারা নির্ধারিত।

⑭ 'সুরক্ষা অফিসার' (Protection Officer) হল ৪ নং ধারার (1) নং উপধারানুসারে রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলায় প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলাদের সাহায্যের জন্যে সুরক্ষা (প্রোটেকশন) অফিসার নিযুক্ত করবেন। এঁরা মহিলাদের সুরক্ষার কাজ করবেন এবং এই আইনটি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহায্য করবেন।

⑮ 'সুরক্ষা নির্দেশ' (Protection Order) হল 18 নং ধারা অনুসারে নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ পাওয়ার পরে ম্যাজিস্ট্রেট অপরপক্ষকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্যে নোটিশ দেবেন। অপরপক্ষ এলে দু-পক্ষের শুনানির পরে যদি তিনি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হন যে পারিবারিক নির্যাতন ঘটেছে তাহলে নির্যাতিত মহিলার সুরক্ষার জন্যে তিনি নির্দেশ জারি করতে পারেন।

⑯ 'বসবাসের নির্দেশ' (Residence Order) হল 19 নং ধারার (1) উপধারা অনুসারে প্রদত্ত আইন। এতদিন যাঁরা নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছেন বা সন্তানদের মুখ চেয়ে চুপ করে থেকেছেন এই ভয়ে যে প্রতিবাদ করলে সন্তানসহ তাঁদের বাস্তুচ্যুত করা হবে, তাঁরা এই বসবাসের নির্দেশের মাধ্যমে (রেসিডেন্স অর্ডার) সুরাহা পাবেন। এই আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে যে নির্যাতিতা মহিলা যেখানেই থাকুন, সেই সম্পত্তিতে তাঁর মালিকানা থাকুক বা না থাকুক জোর করে রাতারাতি তাঁকে রাস্তায় বের করে দেওয়া যাবে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে আদালত নির্যাতনকারীকে অন্য কোথাও সরে যাবার বিশেষ আদেশ দিতে পারেন। নির্যাতনকারী বাড়িটি বিক্রি বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তরিত যাতে না করতে পারেন—তার আদেশ হতে পারে। প্রয়োজনে

নির্যাতিত মহিলাকে অন্য কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া বা তাঁর বাড়িভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব ম্যাজিস্ট্রেট নির্যাতনকারীর ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিতে পারেন।

⑰ 'প্রতিপক্ষ' (Respondent) হল কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যার অভিযোগকারিনীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যার বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানে প্রতিকারের অভিযোগ এনেছে তার সঙ্গে অভিযোগকারিনী মহিলার বিবাহ জাতীয় সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ থাকায় পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

⑱ 'পরিষেবা প্রদানকারী' (Service Provider)-র ক্ষেত্রে 10 নং ধারার (1) নং উপধারানুসারে আদেশনামা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে 'সংস্থা রেজিস্ট্রেশন আইন, 1860' (Societies Registration Act, 1860) অনুযায়ী স্বীকৃত হতে হবে। কোনো সংগঠন কোম্পানি অ্যাক্ট-এ স্বীকৃত হলেও পরিষেবা দিতে পারেন।

⑲ 'শেয়ার্ড হাউসহোল্ড' (Shared Household) হল যে বাড়িতে নির্যাতিতা মহিলা বাস করেন বা নির্যাতনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন কোনো সময়ে এক সাথে বাস করেছেন বা মালিক কিংবা ভাড়াটে হিসেবে যৌথ বা এককভাবে নির্যাতনকারীর সঙ্গে বসবাস করেন অথবা যে বাড়ি যৌথ পরিবারের মালিকানাধীন ও নির্যাতনকারী ও সেই যৌথ পরিবারের সদস্য।

⑳ 'আশ্রয় প্রদানকারী সংস্থা' (Shelter Home) হল এমন আশ্রয়স্থল যা রাজ্য সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারণ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গার্হস্থ্য হিংসা (Domestic Violence) :

3 নং ধারা : এই অধ্যায়ে গৃহ-হিংসার অর্থ সম্পর্কে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিপক্ষের কোনো কাজ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকা বা তাঁর আচরণ থেকেই গৃহ-হিংসা ধরে নেওয়া যেতে পারে যদি—

① বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির শরীরের জন্য ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক বা সুস্থ জীবনযাপনে অসুবিধা হয় সেটি মানসিক বা শারীরিক যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ যেরূপ অত্যাচার ক্রমাগত চালাতেই থাকা তৎসহ দৈহিক, যৌন অত্যাচার, মৌখিক এবং প্রক্ষোভজনিত নিগ্রহ এবং অর্থনৈতিক নিগ্রহ করা হয়, অথবা

② বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাঁর আত্মীয়পরিজন নানাভাবে যৌতুক বা সম্পত্তি বা মূল্যবান ধনসম্পত্তির অন্যায় চাহিদা বা দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষুব্ধ মহিলাকে নিগ্রহ করে যাতে সে হয়রানি, ক্ষতি বা যে-কোনো অত্যাচারের শিকার হয়।

③ 'ক' এবং 'খ' অনুচ্ছেদের উল্লেখিত পন্থায় বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি কিংবা তার আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে ভয় দেখানো হয়।

④ অত্যাচারিত ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। ব্যাখ্যাস্বরূপে বিষয়টি বোঝানো হল—

A শারীরিক নির্যাতন : বিভিন্ন কারণে, যেমন—কোনো মেয়ের পছন্দের কাজকর্ম করতে না পারা, গৃহবধূকে পণের জন্য অ্যাসিড ছোড়া, আগুনে পুড়িয়ে মারা, মারধর করা, যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে আঘাত করা এই সমস্ত শারীরিক নিগ্রহ সুরক্ষা প্রতিরোধ আইনের আওতাভুক্ত।

B যৌন নির্যাতন : এমন অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে মেয়েদের নানানভাবে যৌন অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়। বিয়ের নামে অনেক সময় মেয়েদের রাতের পর রাত ধর্ষিত হতে হয়। এ ঘটনায় শুধুমাত্র স্বামী ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনেক সময় জড়িত থাকে। এমনও দেখা যায় পরিবারের মেয়ে তার কাছের আত্মীয়স্বজনের দ্বারাও যৌন অত্যাচারের শিকার হয়।

C মৌখিক এবং প্রাক্ষোভিক নির্যাতন :

① কোনো মহিলাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেওয়া, কোনো মহিলাকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, অনেক সময় পুত্রসন্তান না হওয়ার জন্যে বা কন্যাসন্তান হওয়ার জন্য গঞ্জনা দেওয়া, সন্তান না হওয়ার জন্যে অপমান করা, অপদস্থ করা ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

② গালিগালাজ করা, খেতে না দেওয়া, এ সবের পাশাপাশি আবেগগত নির্যাতন করা হয়।

D আর্থিক নির্যাতন :

① অভিযোগকারী মহিলাকে গৃহচ্যুত করার জন্যে ভাড়াবাড়িতে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করা, তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়া, প্রতিনিয়ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্যে রেখে দেওয়া এর অন্তর্গত।

② গৃহের আসবাবপত্র, কোনো দামি সামগ্রী বা স্থাবর, অস্থাবর বা একক বা যৌথ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা।

③ পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে অভিযোগকারী মহিলা যে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, সেই সুবিধা যাতে না পায় তার জন্য সেই মহিলাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা বাধা দেওয়া এবং অংশীদারি গৃহে বসবাসে বাধা আরোপ করা। অনেক সময় মহিলারা বাড়ির বাইরে গিয়ে বা বাড়িতে থেকে অর্থ উপার্জন করে।

মহিলাটির অমতে তাঁর উপার্জন ছিনিয়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া, পুরুষের হাতে অর্থ তুলে দিতে বাধ্য করা অর্থাৎ যে-কোনো প্রকারে আর্থিক বঞ্চনা আর্থিক নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।